আমাদের আশ্চর্য জগৎ

তৃতীয়শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক

আমাদের চারপাশের পৃথিবী

© NCERT
not to be republished

0335

विद्ययाऽमृतमश्नुते
एन सी ई आर टी
NCERT
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्
NATIONAL COUNCIL OF EDUCATIONAL RESEARCH AND TRAINING

০৩৩৫– আমাদের আশ্চর্য জগৎ — তৃতীয় শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক আমাদের চারপাশের পৃথিবী

ISBN -978-93-5292-863-7

প্রথম সংস্করণ

জুন ২০২৪ জ্যৈষ্ঠ ১৯৪৬

PD 1000T SU

© জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ২০২৪

₹ ৬৫. ০০

এনসিইআরটি ওয়াটারমার্ক সহ ৮০ জিএসএম কাগজে মুদ্রিত

প্রকাশনায় প্রকাশিত সচিব, জাতীয় কাউন্সিল কর্তৃক বিভাগ শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ, শ্রী অরবিন্দ মার্গ, নতুন দিল্লি ১১০০১৬ এবং এ মুদ্রিত নাগিন প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, গ্রাম সালারপুর, পোস্ট রাজপুরা, মাওয়ানা রোড, মেইরুট -২৫০০১ (উত্তরপ্রদেশ)

সব অধিকার সংরক্ষিত

- প্রকাশকের পূর্বানুমতি ব্যতীত এই প্রকাশনার কোনও অংশ পুনরুপাদন, পুনরুদ্ধার বা সংরক্ষণ করা যাবে না বা কোনও আকারে বা কোনও উপায়ে, বৈদ্যুতিন, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্যথায় প্রেরণ করা যাবে না।
- এই পুস্তকটি এই শর্ত সাপেক্ষে বিক্রয় করা হয় যে, এটি বানিজ্যের মাধ্যমে, প্রকাশকের সম্মতি ব্যতিরেকে ধার দেওয়া, পুনরায় বিক্রয় করা, ভাড়া করা বা প্রকাশনার সময়ে যে প্রকার বাঁধাই বা কভার তা ব্যতিরেকে ব্যবস্থাপিত হবে না।
- এই প্রকাশনার সঠিক মূল্য হল এই পৃষ্ঠায় মুদ্রিত মূল্য, একটি রাবার বা স্ট্যাম্প বা একটি স্টিকার বা অন্য কোনো উপায়ে নির্দেশিত যে কোনো সংশোধিত মূল্য ভুল এবং তা অস্বীকার করা উচিত।

প্রকাশনার বিভাগ, জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদের **দফতরসমুহ,**

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদের ক্যাম্পাস,
শ্রী অরবিন্দ মার্গ
নিউ দিল্লি ১১০০১৬ **ফোন : ০১১-২৬৫৬২৭০৮**

১০৮, ১০০ ফুট রোড
হোসদাকেরে হাল্লি এক্সটেনশন
বনশঙ্করী তৃতীয় মঞ্চ
বেঙ্গালুরু ৫৬০০৮৫ **ফোন : ০৮০-২৬৭২৫৭৪০**

নবজীবন ট্রাস্ট বিল্ডিং
পোস্ট অফিস :নবজীবন
আহমেদাবাদ ৩৮০০১৪ **ফোন : ০৭৯-২৭৫৪১৪৪৬**

CWC ক্যাম্পাস
ধনকল বাস স্টপের সামনে
পানিহাটি,
কলকাতা ৭০০১১৪ **ফোন: ০৩৩-২৫৫৩০৪৫৪**

CWC কমপ্লেক্স
মালিগাঁও,
গুয়াহাটি ৭৮১০২১ **ফোন : ০৩৬১-২৬৭৪৮৬৯**

প্রকাশনা দল

প্রকাশনা বিভাগের প্রধান, : অনুপ কুমার রাজপুত

মুখ্য সম্পাদক : শ্বেতা উপ্পল

মুখ্য উৎপাদন কর্মকর্তা : অরুন চিটকারা

প্রধান বানিজ্য পরিচালক :অমিতাভকুমার

উৎপাদন কর্মকর্তা : জাহান লাল

প্রচ্ছদ, নকশা এবং শিল্পকর্ম

জোয়েল গিল

অলংকরণ

সিলজা বনশ্রীয়ার, সুশান্ত পাল,
পলক শর্মা ও ননীত বিএস
—আজিম প্রেমজি ফাউন্ডেশন, বেঙ্গালুরু

© NCERT not to be republished

মুখবন্ধ

জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ দ্বারা পরিকল্পিত শিক্ষার ভিত্তি পর্যায়টি শিশুদের সামগ্রিক বিকাশের ভিত্তি হিসাবে কাজ করে। এটি তাদের কেবল অমূল্যকে আত্মস্থ করতে সক্ষম করে না, সংস্কার আমাদের দেশের নৈতিকতা এবং সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে নিহিত, তবে মৌলিক সাক্ষরতা এবং সংখ্যাতত্ত্ব অর্জনের জন্যও এই ভিত্তি তাদের আরও প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে নির্বিঘ্নে রূপান্তর করতে সজ্জিত করে।

প্রিপারেটরি স্তর তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত তিন বছর ধরে ভিত্তি ও মধ্যম পর্যায়ের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করে। এই পর্যায়ে প্রদত্ত শিক্ষা ভিত্তিগত পর্যায়ের শিক্ষাগত পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। খেলার পথ এবং আবিষ্কার, পাশাপাশি ক্রিয়াকলাপ-ভিত্তিক শেখার পদ্ধতিগুলি অব্যাহত থাকলেও শিশুদের পাঠ্যপুস্তক এবং আনুষ্ঠানিক শ্রেণিকক্ষের পরিবেশের সাথেও পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়। এই ভূমিকার লক্ষ্য অভিভূত করা নয় বরং পাঠ্যক্রমের ক্ষেত্রগুলিতে একটি ভিত্তি স্থাপন করা, পড়া, লেখা, কথা বলা, অঙ্কন, গান এবং খেলার মাধ্যমে সামগ্রিক শেখার এবং স্ব-অন্বেষণকে উন্নীত করা। এই বিস্তৃত পদ্ধতির মধ্যে শারীরিক শিক্ষা, শিল্প শিক্ষা, পরিবেশ শিক্ষা, ভাষা, গণিত, মৌলিক বিজ্ঞান এবং সামাজিক বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এই ব্যাপক পদ্ধতিটি নিশ্চিত করে যে শিশুরা উভয় ক্ষেত্রেই ভালভাবে প্রস্তুত রয়েছে, যেমন-জ্ঞানীয়-সংবেদনশীল এবং শারীরিক আতঙ্ক এর(আবেগগত) স্তরগুলি অনায়াসে মধ্যম পর্যায়ে রূপান্তরিত হয়।

বিদ্যালয় শিক্ষার রাষ্ট্রীয় পাঠ্যচর্চার রূপরেখা (এনসিএফ-এসই) এর সুপারিশ মেনে এনইপি ২০২০-র অনুসরন করে প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে 'দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস' নামে একটি নতুন বিষয় নিয়ে আসে। এই বিষয়টির লক্ষ্য হল একটি পরীক্ষামূলক শিক্ষার পদ্ধতির মাধ্যমে পরিবেশগত শিক্ষা প্রদান করা, শিশুদের অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক ধারণার সাথে সংযুক্ত করা যা তারা মধ্যম পর্যায়ে অধ্যয়ন করবে।

আমাদের আশ্চর্য জগৎ,আমাদের চারপাশের জগৎ পাঠ্যপুস্তকটি, শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ের মৌলিক ধারণার সাথে সংযুক্ত করতে তাদের বিশ্ব সম্পর্কে তাদের প্রতিদিনের শেখার জন্য সহায়তা করতে বিভিন্ন নকশা তৈরি করা হয়েছে যেমন-ক্ষেত্র- বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং পরিবেশ শিক্ষা। এর লক্ষ্য হল তাদের পরিবেশের প্রতি তাদের সংবেদনশীলতা বাড়ানো, সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করার দক্ষতা বিকাশ করা এবং বিভিন্ন পেশার প্রতি ইতিবাচক মনোভাব গড়ে তোলা।

আমাদের আশ্চর্য জগৎ, ধারণাগত বোঝাপড়া, সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনা, সৃজনশীলতা এবং এই বিকাশের পর্যায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ এবং স্বভাবের উপর জোর দেয়। এটি বহুভাষিকতা, লিঙ্গ সমতা এবং সাংস্কৃতিক শিকড়ের মতো ক্রস-কাটিং থিমগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, উপযুক্ত আইসিটি সরঞ্জাম এবং

© NCERT not to be republished

স্কুল-ভিত্তিক মূল্যায়নকে একীভূত করে।

এই পর্যায়ে শিশুদের সহজাত কৌতূহলকে তাদের প্রশ্নের সমাধান করে এবং মূল শিক্ষার নীতিগুলির উপর ভিত্তি করে ক্রিয়াকলাপগুলি নকশা করে লালন পালনকরা দরকার। যদিও খেলা-ধুলার মাধ্যমে পদ্ধতিগুলি অব্যাহত থাকলেও, শিক্ষার জন্য ব্যবহৃত খেলনা এবং খেলনাগুলির প্রকৃতি নিছক আকর্ষণের পরিবর্তে ব্যস্ততা বাড়ানোর জন্য বিকশিত করা হয়।

যদিও এই পাঠ্যপুস্তকটি মূল্যবান, বাচ্চারা এই বিষয়ে অতিরিক্ত সংস্থানগুলি থেকেও অন্বেষণ করতে পারবে। বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারগুলির এই বর্ধিত শিক্ষার সুবিধার্থে হওয়া উচিত এবং পিতামাতা এবং শিক্ষকদের তাদের প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা উচিত।

একটি কার্যকর শিক্ষার পরিবেশ শিশুদের অনুপ্রাণিত করে, তাদের ব্যস্ত রাখে এবং কৌতূহল ও বিস্ময়কে উৎসাহিত করে, যা শেখার জন্য অত্যাবশ্যক।

আমি প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে সমস্ত শিশু এবং শিক্ষকদের আত্মবিশ্বাসের সাথে এই পাঠ্যপুস্তকটি সুপারিশ করি। আমি এর উন্নয়নের সাথে জড়িত সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই, আশা করি এটি প্রত্যাশা পূরণ করবে। যেহেতু এনসিইআরটি, পদ্ধতিগত সংস্কার এবং প্রকাশনার মান উন্নত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, আমরা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পরিমার্জন করার জন্য প্রতিক্রিয়াকে স্বাগত জানাই।

দীনেশ প্রসাদ সাকলানি
পরিচালক
জাতীয় শিক্ষা পরিষদ
গবেষণা ও প্রশিক্ষণ

নতুন দিল্লি
২৫ মে ২০২৪

© NCERT not to be republished

পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে

স্কুল শিক্ষার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম কাঠামো (NCF-SE) ২০২৩ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যারাউন্ড আস (TWAU) কে ৩-৫ শ্রেণির জন্য বিদ্যালয় শিক্ষার প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ে একটি মূল পাঠ্যক্রমিক অঞ্চল হিসাবে চিহ্নিত করেছে। জাতীয় শিক্ষানীতি (এনইপি) ২০২০ এবং এনসিএফ-এসই ২০২৩ এই বিষয়ের ক্ষেত্রে শিক্ষার জন্য একটি সামগ্রিক এবং বহু-বিভাগীয় পদ্ধতির সংহত করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। এইভাবে এই বিষয় এলাকার প্রকৃতি সমন্বিত এবং আন্তঃশৃঙ্খলা হিসাবে সুপারিশ করা হয়েছে। উপরোক্ত নীতি দুটি প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ের পাঠ্যক্রমের একটি অপরিহার্য উপাদান হিসাবে পরীক্ষামূলক শিক্ষা, অন্বেষণ এবং আবিষ্কারকে সমর্থন করে।

উপরোক্ত নীতিগত দৃষ্টিকোণ থেকে একটি পাঠ্যপুস্তকের শিরোনাম -আমাদের আশ্চর্য জগৎ, এটি তৃতীয় শ্রেণীর জন্য নকশা এবং বিকাশ করা হয়েছে। আমাদের আশ্চর্য জগৎ,এর শিরোনাম থেকে বোঝা যায় যে,এটি আমাদের কৌতূহল জাগিয়ে তোলে এবং হাতে-কলমে ক্রিয়াকলাপ এবং খোলামেলা অনুসন্ধানের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক শিক্ষা, অন্বেষণ, তদন্ত, আবিষ্কার এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনাকে উৎসাহ দেয়। এই বিষয়টি বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান এবং পরিবেশগত শিক্ষাকে একীভূত করে। বইটিতে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতাকে গভীরতর বোঝার জন্য জোর দেয় এবং সমস্যা সমাধান এবং সমালোচনামূলক চিন্তাভাবনার দক্ষতাকে উৎসাহিত করে কারণ শিশুরা আনন্দ এবং কৌতূহলের সাথে তাদের চারপাশকে অন্বেষণ করে। প্রতিটি ইউনিটের জন্য অধ্যায়গুলির নকশা তরুণ মনকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, তাদের পর্যবেক্ষণগুলি প্রতিফলিত করতে এবং খোলামেলা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্য সুযোগ দেয়। এটি শিশুদের মুখস্থ করার সুযোগ প্রদান করে এবং শিশুদের তাদের চারপাশের সাথে সক্রিয়ভাবে জড়িত হতে উৎসাহিত করে, কৌতূহল এবং অনুসন্ধানের অনুভূতি বাড়িয়ে তোলে। এই পদ্ধতিটি ধারণা এবং দক্ষতার বিকাশে পরিচিত থেকে অজানা,স্থানীয় থেকে বৈশ্বিক, সহজ থেকে জটিল, মূর্ত থেকে বিমূর্ত এবং পরিচিত থেকে অপরিচিত দেখতে অগ্রগতি হতে অনুসরণ করে।

এই পাঠ্যপুস্তকে তিনটি বিস্তৃত উপাদান রয়েছে। প্রথম উপাদানটি হ'ল প্রত্যাশিত শিক্ষার জন্য সামগ্রী এবং দক্ষতা নির্বাচন করা। দ্বিতীয় উপাদানটি হ'ল সামগ্রীর উপস্থাপনা যেখানে শিশুরা অংশগ্রহণ করতে পারে। এটি শিক্ষকদের ধারণা এবং দক্ষতা লেনদেনের ক্ষেত্রে সহায়তা করে। পাঠ্যের উপস্থাপনায় লেনদেনের প্রক্রিয়াগুলিকে শিশু-কেন্দ্রিক এবং উপভোগ্য করার জন্য বিভিন্ন

© NCERT not to be republished

বয়স-উপযোগী শিক্ষামূলক পদ্ধতি যেমন প্লে-ভিত্তিক, থিম-ভিত্তিক, খেলনা-ভিত্তিক এবং অনুসন্ধান-ভিত্তিক অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

তৃতীয় উপাদানটি হল মূল্যায়ন প্রক্রিয়াগুলির নির্বাচন এবং শিশুদের শিক্ষার অগ্রগতি অনুসরণ করা। আমরা সবাই জানি যে শিশুরাও ছবি পড়া, আলোচনা, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ধাঁধা এবং ধাঁধা সমাধান করা, অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়া এবং চিন্তাভাবনা এবং ধারণাগুলির প্রকাশ করা, ছবি আঁকা ও লেখার মাধ্যমে শেখে। মূল্যায়নের বোঝা হালকা করতে এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিখন মূল্যায়নের নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কার্যকর এবং অর্থবহ মূল্যায়নের জন্য, প্রতিটি বিষয়ে শ্রেণিভিত্তিক শিখন ফলাফল এবং দক্ষতা চিহ্নিত করা হয়েছে এবং শিক্ষকদের সেই অনুযায়ী শিখনের মূল্যায়ন করা উচিত।

এই পাঠ্যপুস্তকের পদ্ধতির সাথে সম্পর্কিত তিনটি উপাদানই এই পরীক্ষার মাধ্যমে বোঝা যায়—'আমরা যে খাবার খাই' অধ্যায়ে শিশুরা ঐতিহ্যবাহী রন্ধনপ্রণালী সম্পর্কে জানতে পারে যেমন হাখ (এক ধরনের সবুজ শাক যা শ্রীনগরে জনপ্রিয়)। এই ঘটনাটি তাদের নিজস্ব অঞ্চল এবং আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের খাবারের বৈচিত্র্য সম্পর্কে কৌতূহল জাগিয়ে তোলে। এই অন্বেষণটি বিভিন্ন বিষয়কে সংহত করে কারণ আমরা নির্দিষ্ট খাবারের পদগুলি রান্না করতে ব্যবহৃত উপাদানগুলি বোঝার চেষ্টা করি, এই খাবারগুলি যে অঞ্চল থেকে উদ্‌ভূত হয়েছিল এবং তাদের সাংস্কৃতিক অনুশীলনগুলি সম্পর্কে শিখি। শিশুরা পরীক্ষা করে দেখেছে যে কীভাবে খাদ্য ভারত জুড়ে সাংস্কৃতিক অনুশীলনকে প্রতিফলিত করে। এই ধরনের অন্তঃবিভাগীয় দৃষ্টিভঙ্গি শিশুদের বুঝতে আরও সাহায্য করে এবং তাদের বিষয়, মুলভাব,ধারনাগুলি জুড়ে সমৃদ্ধ সংযোগ তৈরি করতে সহায়তা করে।

আমাদের আশ্চর্য জগৎ পুস্তকটির চারটি ইউনিটটি শিশুদের চারপাশের বিশ্বের সাথে জড়িত । প্রতিটি ইউনিটের কাঠামো শিশুদের সাথে কার্যকরভাবে যুক্ত করার জন্য নকশা করা একটি সুসংগত বিন্যাস অনুসরণ করে।

ইউনিটগুলির প্রতিটি অধ্যায়ের শেখানো ধারণা এবং দক্ষতার জন্য একটি মিথষ্ক্রিয় মূলক সংলাপ গল্প-কাম-আখ্যান পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, ইউনিট ২-এ, 'উদ্ভিদকে জানা' বিষয়টি শিশুদের মধ্যে একটি মিথষ্ক্রিয়া মূলক কথোপকথন উপস্থাপন করে যারা একটি বাগান অন্বেষণ করছে এবং বিভিন্ন ধরণের গাছপালা, একটি উদ্ভিদের অংশ আবিষ্কার করছে এবং সুষম ও সুরেলা জীবনযাপনের জন্য গাছপালার যত্ন নেওয়া প্রয়োজনীয়তা উপস্থাপন করে।

প্রতিটি অধ্যায়ের বিষয়বস্তুর উপস্থাপনা শেখার প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে শিশুদের বন্ধুত্বপূর্ন মনোভাব, এবং শিশুদের সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ দেয়। স্ব-ব্যাখ্যামূলক চিত্রগুলির লক্ষ্য শিশুদের পর্যবেক্ষণ এবং সমালোচনামূলক-চিন্তাভাবনার দক্ষতা বিকাশ করে। এখানে চেষ্টা করা হয়েছে যাতে বইটিতে ভাষা এবং ধারণার স্তরটি বয়স-উপযুক্ত এবং আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সম্পর্কিত হতে পারে।

© NCERT not to be republished

প্রতিটি ইউনিটের শুরুতে, প্রতিটি অধ্যায়ের জন্য একটি ধারণা স্কিম করা হয় যা পছন্দ মতো দক্ষতা এবং প্রত্যাশিত শিক্ষার ফলাফলগুলি লক্ষ্য করতে সহায়তা করবে।

বইটিতে ব্যবহৃত ভাষাটি সহজ এবং স্পষ্ট, এটি নিশ্চিত করে যে শিশুরা চারটি ইউনিটে প্রদত্ত ধারণাগুলি সহজেই উপলব্ধি করতে পারবে। যাইহোক, বইটিতে নতুন শব্দভাণ্ডার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য একটি ছোট মোকাবিলা এবং শিশুদের ভাষা দক্ষতা প্রসারিত করার জন্য ও তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে শেখার প্রসঙ্গে কিছু পদক্ষেপ নেওয়া হয় যেমন, 'স্বচ্ছ', 'অস্বচ্ছ' এবং ষদচ্ছ' এর মতো পদগুলি প্রবর্তন করা হয়। বাস্তব জগতের বস্তুর সাথে সম্পর্কিত এই শব্দগুলি বুঝতে শিশুদের সহায়তা করার জন্য এটি চিত্র এবং বর্ণনার মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

তদুপরি, প্রতিটি অধ্যায়ে একটি অন্তর্নিহিত মূল্যায়ন ধারণা রয়েছে যা শিশুদের অগ্রগতি অনুসরণ করতে এবং সেই অনুযায়ী শিখন-শিক্ষণ কৌশলগুলি তৈরি করতে সহায়তা করে। এই মূল্যায়নের ধারণাগুলির মধ্যে বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ের একটি স্কেচ আঁকা, একটি তৈরি করার মতো ক্রিয়াকলাপগুলি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে রঙ্গোলি প্রকৃতি থেকে উপকরণ ব্যবহার করা, আলোচনার দফাগুলি , ট্র্যাফিকের লক্ষণগুলি মেলানো, নির্দিষ্ট চিত্রগুলি করা, উদ্ভিদের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করার জন্য সাধারণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালনা করা বা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কার্যকারিতা সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দেওয়া।

'আসুন আমরা প্রতিফলিত করি' যে এটি হল এমন একটি বিভাগ যেখানে শিশুরা সুযোগ পায় অধ্যায়কে কিভাবে সংক্ষিপ্ত করতে হবে।

বইটিতে প্রদত্ত ক্রিয়াকলাপগুলি প্রকৃতির ইঙ্গিতপূর্ণ। শিক্ষকরা বইটিতে যা দেওয়া হয়েছে তা ছাড়াও অতিরিক্ত ক্রিয়াকলাপ তৈরি করতে পারেন, বাচ্চাদের উপর কোনও ধরণের চাপ না দিয়ে এবং শিশুরা তাদের স্থানীয় পরিবেশের সাথে কিভাবে সংযুক্ত করে তা দেখতে পান। আমাদের আশ্চর্য জগৎ, আমরা আমাদের শিশুদের গতিশীল এবং আকর্ষক শিক্ষার অভিজ্ঞতা দেওয়ার চেষ্টা করেছি।

আমরা আশা করি যে, এই বইটি প্রকৃতির বিস্ময়কে বোঝার দ্বার উন্মুক্ত করবে এবং এই গুরুত্বপূর্ণ আন্তঃশৃঙ্খলা বিষয়টি আরও ভালভাবে শেখা-শিক্ষার দিকে পরিচালিত করবে।

© NCERT not to be republished

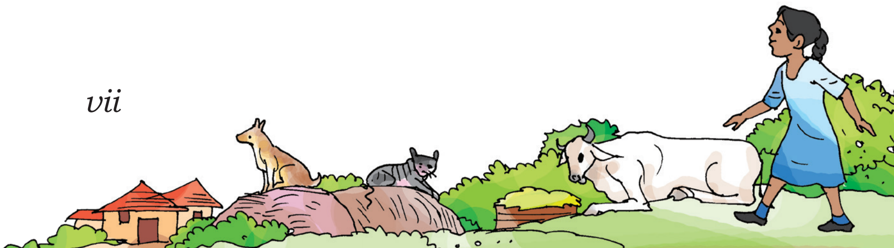

আমাদের জাতীয় সঙ্গীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট-মারাঠা
দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ
বিন্ধ্য-হিমাচল-যমুনা-গঙ্গা
উচ্ছলজলধিতরঙ্গ।
তব শুভ নামে জাগে,
তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে
ভারতভাগ্যবিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে, ,
জয় জয় জয়, জয় হে!

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্তৃক মূলত বাংলায় রচিত আমাদের জাতীয় সংগীতটি ১৯৫০ সালের ২৪ জানুয়ারি গণপরিষদ কর্তৃক হিন্দি সংস্করণে ভারতের জাতীয় সংগীত হিসাবে গৃহীত হয়।

© NCERT
not to be republished

রাষ্ট্রীয়পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষণ-শিক্ষা উপকরণ সমিতি (এন.এস.টি.সি.)

১. মহেশ চন্দ্র পন্থ, চ্যান্সেলর, রাষ্ট্রীয় শিক্ষা পরিকল্পনা ও প্রশাসন সংস্থান (এনআইইপিএ), **(চেয়ারপার্সন)**
২. মঞ্জুল ভার্গব, অধ্যাপক প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয় **(সহ- অধ্যক্ষ)**
৩. সুধা মূর্তি,বিখ্যাত লেখিকা এবং শিক্ষাবিদ্
৪. বিবেক দেবরায়, চেয়ারপার্সন, প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ (ই.এ.সি.-পি.এম)
৫. শেখর মান্ডে, প্রাক্তন ডিজি.,সি.এস.আই.আর, এবং বিশিষ্ট অধ্যাপক ডা.সাবিত্রীবাই ফুলে, পুনে বিশ্ববিদ্যালয়, পুনে
৬. সুজাতা রামদোরাঈ, অধ্যাপক,ব্রিটিশ কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা
৭. শঙ্কর মহাদেবন, সঙ্গীত বিশেষজ্ঞ, মুম্বাই
৮. ইউ বিমল কুমার, পরিচালক, প্রকাশ পাড়ুকোন ব্যাডমিন্টন একাডেমি, বেঙ্গালুরু
৯. মিশেল ড্যানিনো, ভিজিটিং প্রফেসর, আই.আই.টি-গান্ধীনগর
১০. সুরিনা রাজন, আই.এ.এস (অবসরপ্রাপ্ত), হরিয়ানা,এবং প্রাক্তন মহাপরিচালক, এইচ.পি.এ
১১. চমু কৃষ্ণ শাস্ত্রী, চেয়ারপার্সন,ভারতীয় ভাষা সমিতি , শিক্ষা মন্ত্রণালয়
১২. সঞ্জীব সান্যাল, সদস্য,প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদ- প্রধানমন্ত্রী (ই.এ.সি-প্রধানমন্ত্রী)
১৩. এম. ডি. শ্রীনিবাস, চেয়ারপার্সন, সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ, চেন্নাই
১৪. গজানন লোন্ধে, প্রধান,প্রোগ্রাম অফিস, এন.এস.টি.সি.
১৫. রবিন ছেত্রী, পরিচালক, এস.সি.ই.আর.টি., সিকিম
১৬. প্রত্যুষা কুমার মন্ডল, অধ্যাপক, সামাজিক বিজ্ঞান শিক্ষা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি, নিউ দিল্লি
১৭. দীনেশ কুমার, অধ্যাপক এবং প্রধান পরিকল্পনা ও পর্যবেক্ষণ বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি, নিউ দিল্লি
১৮. কীর্তি কাপুর, অধ্যাপক, ভাষাশিক্ষাবিভাগ , এন.সি.ই.আর.টি, নিউ দিল্লি
১৯. রঞ্জনা অরোরা, অধ্যাপক এবং প্রধান , পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন ও উন্নয়ন বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি, নিউ দিল্লি **(সদস্য-সচিব)**

© NCERT not to be republished

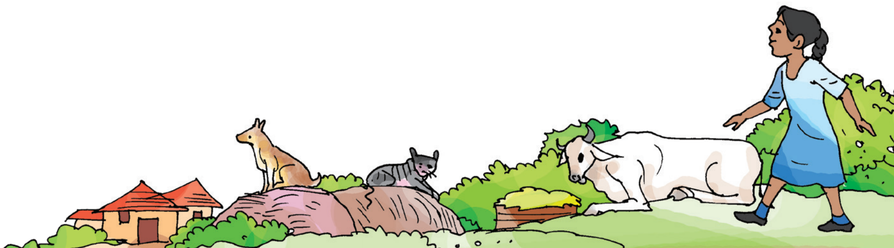

তাকে শিক্ষিত করো, কারণ সে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দেবে।

© not to be republished

পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন সংঘ

দিগ্‌দর্শন

মহেশ চন্দ্র পন্থ, চেয়ারপার্সন, সভাপতি,এন.এস.টি.সি. এবং সদস্য, সমন্বয় কমিটি, পাঠ্যক্রমিক অঞ্চল গ্রুপ (ক্যাগ): প্রস্তুতিমূলক পর্যায়

মঞ্জুল ভার্গব, সহসভাপতি, এন.এস.টি.সি. এবং সদস্য,কর্ডিনেশন কমিটি,কারিকুলার এরিয়া গ্রুপ(ক্যাগ): প্রস্তুতিমূলক পর্যায়, নিউ দিল্লি

সুনীতি সানওয়াল, অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, এনসিইআরটি, নিউ দিল্লি এবং সদস্য-আহ্বায়ক, সমন্বয় কমিটি, কারিকুলার এরিয়া গ্রুপ(ক্যাগ): প্রস্তুতিমূলক পর্যায়,নিউ দিল্লি

চেয়ারপার্সন, সাব-গ্রুপ (টি.ডব্লিউ.এ.ইউ.)

রবিন ছেত্রী, পরিচালক, এস.সিই.আর.টি, সিকিম

অবদান

অনিতা ভাটনগর, প্রাক্তন আই.এ.এস. শিশুদের বইয়ের লেখক

অর্চনা পানিক্কার, প্রোগ্রাম ডিরেক্টর, পরিবেশ শিক্ষা কেন্দ্র (সিইই), আহমেদাবাদ

বিনয় পট্টনায়ক, প্রধান পরামর্শক, এন.এস.টি.সি. প্রোগ্রাম অফিস, এনসিইআরটি, নিউ দিল্লি

চং শিমরে, সহযোগী অধ্যাপক, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি, নিউ দিল্লি

দেবর দত্ত, গবেষণা এবং ডকুমেন্টেশন কনসালট্যান্ট, ইনস্টিটিউট অফ রুরাল ম্যানেজমেন্ট, আনন্দ

ধন্য কৃষ্ণ, সহযোগী অধ্যাপক, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি

দিকিলা লেপচা, সহকারী অধ্যাপক, এস.সি.ই.আর.টি, সিকিম

গায়ত্রী দাভে, প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর, পরিবেশ শিক্ষা কেন্দ্র (সি.ই.ই.), আহমেদাবাদ

জয়শ্রী রামদাস, অবসরপ্রাপ্ত বিজ্ঞান শিক্ষার অধ্যাপক, এইচ.বি.সি.এস.ই এবং টি.আই.এফ.আর. হায়দ্রাবাদ

মহেন্দ্রকুমার অর্জন চোটালিয়া, প্রাক্তন ডিন, শিক্ষা অনুষদ এবং মাথা, স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিভাগ, সর্দার প্যাটেল বিশ্ববিদ্যালয়, গুজরাট

মাতৃকা শর্মা, পিজিটি (ইতিহাস), সরকারী উচ্চপ্রথমিক বিদ্যালয়, ডিকলিং, সিকিম

প্যাটেল রাকেশ কুমার চন্দ্রকান্ত, প্রধান শিক্ষক, নাভা নাদিসার প্রাথমিক বিদ্যালয়, পঞ্চমহল, গুজরাট

রাম জয়সুন্দর, প্রধান, এন.এম.আর. এর বিভাগ, অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ

© NCERT not to be republished

মেডিকেল সায়েন্সেস (এ.আই.আই.এম.এস.), নিউ দিল্লি

রোমিলা ভাটনগর, সহযোগী অধ্যাপক, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি, নিউ দিল্লি

সন্দীপ কুমার, সহকারী অধ্যাপক, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি, নিউ দিল্লি

শামিন পাদলকর, সহকারী অধ্যাপক, টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সস, মুম্বাই

শ্রীদেবী কে.ভি., সহযোগী অধ্যাপক, আঞ্চলিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আজমির

স্বাতী শেলার, সিনিয়র প্রকল্প সহযোগী, সেন্টার ফর ক্রিয়েটিভ লার্নিং, আই.আই.টি গান্ধীনগর

তরুণ চৌবাসা, পরিচালক, শিক্ষাবিজ্ঞান এবং উদ্ভাবন (বিজ্ঞান) বীজ ২স্যাপলিং এডুকেশন ফাউন্ডেশন, বেঙ্গালুরু

তুলিকা দে, সহযোগী অধ্যাপক, উত্তর-পূর্ব আঞ্চলিক শিক্ষা ইনস্টিটিউট, শিলং।

বীণা কাপুর , প্রকৃতি শিক্ষা পরামর্শদাতা, প্রকৃতি শ্রেণীকক্ষ, বেঙ্গালুরু

বিজয় দত্ত, প্রধান, মডার্ন স্কুল, বারাখাম্বা রোড, নিউ দিল্লি

ভি রামানাথন, সহকারী অধ্যাপক, টাটা ইনস্টিটিউট অফ সোশ্যাল সায়েন্সেস (টি.আই.এস.এস.), মুম্বাই

পর্যালোচক

মঞ্জুল ভার্গব, সহ-সভাপতি, এন.এস.টি.সি এবং সদস্য, সমন্বয় কমিটি,(ক্যাগ): প্রস্তুতিমূলক পর্যায়

অনুরাগ বিহার, সদস্য, জাতীয় তদারকি কমিটি (এন.ও.সি.)

রঞ্জনা অরোরা, অধ্যাপক এবং প্রধান, পাঠ্যক্রম অধ্যয়ন এবং উন্নয়ন বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি, নিউ দিল্লি

গজনন লোন্ধে, প্রধান , এন.এস.টি.সি. এর অফিস প্রোগ্রাম

সদস্য-সমন্বয়কারী, সাব-গ্রুপ (টি.ডব্লিউ.এ.ইউ)

রোমিলা ভাটনগর, সহযোগী অধ্যাপক, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি, নিউ দিল্লি

কবিতা শর্মা, অধ্যাপক, প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি, নিউ দিল্লি

সরলা ভার্মা, সহযোগী অধ্যাপক (কো-কর্ডিনেটর), শিক্ষক শিক্ষা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি, নিউ দিল্লি

© NCERT not to be republished

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা এবং প্রশিক্ষণ পরিষদ(এন.সি.ই.আর.টি) এই পাঠ্যপুস্তকটির বিকাশে ক্রস-কাটিং থিমগুলির উপর তাদের নির্দেশিকার জন্য জাতীয় পাঠ্যক্রম ফ্রেমওয়ার্কস্ ওভারসাইট কমিটির সম্মানীয় চেয়ারপার্সন এবং সদস্য, কারিকুলার এরিয়া গ্রুপ (ক্যাগ): প্রস্তুতিমূলক পর্যায়ের মাননীয় অধ্যক্ষ এবং সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে কৃতজ্ঞতা জানায় এবং ক্যাগের অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের তাঁদের মুল্যবান দিকনির্দেশনার এবং সমর্থনকে স্বীকৃতি দেয়।

এনসিইআরটি ভারাদা নিকালজে-র সমর্থনকে স্বীকার করে, অধ্যাপক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর; কীর্তি কাপুর, অধ্যাপক, ভাষা বিভাগ; ইন্দ্রাণী ভাদুড়ী, অধ্যাপক এবং প্রধান, এডুকেশনাল সার্ভে ডিভিশন, এন.সি.ই.আর.টি; মোনা যাদব, অধ্যাপক, জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি; বিনয় সিং, অধ্যাপক এবং প্রধান, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন গোষ্ঠীগুলির শিক্ষা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি; মিলি রায়, অধ্যাপক এবং প্রধান, জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি; এবং জ্যোৎস্না তিওয়ারি, অধ্যাপক এবংপ্রধান , আর্টস অ্যান্ড অ্যাস্থেটিক্সে শিক্ষা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি; এই পাঠ্যপুস্তকের জেন্ডার ইন্টিগ্রেশন, ইনক্লুশন, আর্ট এডুকেশন ইত্যাদির মতো ক্রস-কাটিং থিমগুলি পর্যালোচনা করার জন্য।

গজানন লন্ধেকে বিশেষ ধন্যবাদ, প্রধান এবং বিনয় পট্টনায়ক, প্রধান পরামর্শক, এন.এস.টি.সি প্রোগ্রাম অফিস, এন.সি.ই.আর.টি যারা এই পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু চূড়ান্তকরণ এবং ডিজাইনের দিকগুলির জন্য সমন্বয় সাধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

বিষয়বস্তু সম্পাদনায়, অপর্ণা জোশী, গার্গী কলেজ এবং স্মৃতি শর্মা, এল.এস.আর থেকে সমর্থন প্রশংসনীয়। সুস্মিতা মালিক, সাবেক কনসালট্যান্ট, এন.সি.ই.আর.টি এবং লেখক; মঞ্জু জৈন, প্রাক্তন অধ্যাপক, ডি.ই.ই.,এন.সি.ই.আর.টি; বলজিৎ কৌর, মূল এবং সমন্বয়কারী পি.ই.সি. সমগ্র শিক্ষা, দিল্লি; সঙ্গীতা অরোরা, অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় শালিমার বাগ, নিউ দিল্লি এবং সুপর্ণা দিবাকরও বিষয়বস্তু সম্পাদনা ও অনুবাদে সহায়তা করেছিলেন। বেঙ্গালুরুর আজিম প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিকাশ চন্দ্র রায়, তিরাং লুইকাং রাংসানামি, অরুণ নায়েক এবং রনিতা শর্মাকেও এই বইয়ের বিষয়বস্তুর উন্নতিতে একাডেমিক অবদানের জন্য স্বীকৃতি দেওয়া উচিত।

© NCERT not to be republished

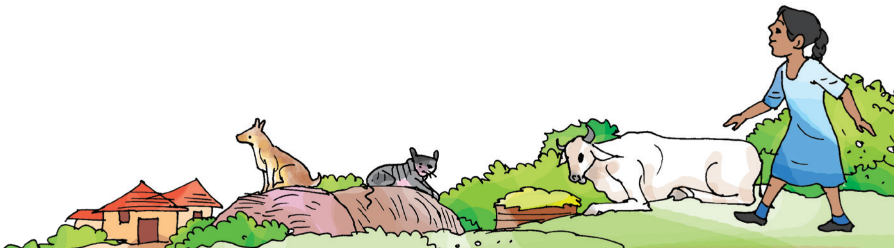

পাঠ্যপুস্তক বিন্যাসে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদানের জন্য সঙ্গীতা মাথুর, হরগুন কৌর, রিঙ্কি, চঞ্চল দাহিয়া, তরনদীপ কৌর, মমতা ও মনীশের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

কাউন্সিল পবন কুমার বারিয়ারের অবদানকে স্বীকার করে, ইন-চার্জ, ডিটিপি সেল, প্রকাশনা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি; ইলমা নাসির, সম্পাদক (চুক্তিভিত্তিক), বিপান কুমার শর্মা, বিবেক রাজপুত ও বিট্‌টু কুমার মাহাতো। ডি.টি.পি. অপারেটর (চুক্তিভিত্তিক), প্রকাশনা বিভাগ, এন.সি.ই.আর.টি এই দস্তাবেজটিকে চূড়ান্ত রূপ দেওয়ার জন্য।

© NCERT not to be republished

বিষয়সূচী

মুখবন্ধ iii

পাঠ্যপুস্তক সম্পর্কে v

ইউনিট ১: আমাদের পরিবার ও সমাজ

অধ্যায় ১: পরিবার ও বন্ধুরা ৩

অধ্যায় ২: মেলায় যাওয়া ১৯

অধ্যায় ৩: উৎসব উদ্যাপন ৩৪

ইউনিট ২: আমাদের চারপাশের জীবন

অধ্যায় ৪: উদ্ভিদ সম্পর্কে জানা ৪৭

অধ্যায় ৫: উদ্ভিদ ও প্রাণীর একত্র বসবাস ৬২

অধ্যায় ৬: সম্প্রীতির সাথে বসবাস ৭২

ইউনিট ৩: প্রকৃতির দান

অধ্যায় ৭:জল এক মূল্যবান সম্পদ ৮৬

অধ্যায় ৮: আমরা যে খাবার খাই ১০০

অধ্যায় ৯: সুস্থ থাকো এবং খুশি থাকো ১০৯

ইউনিট ৪: আমাদের চারপাশের জিনিস

অধ্যায় ১০: বস্তু জগৎ ১২৩

অধ্যায় ১১: বস্তু নির্মাণ করা ১৩৫

অধ্যায় ১২: বর্জ্য পদার্থের দায়িত্ব গ্রহণ ১৪৯

© NCERT not to be republished

If you are stressed, anxious, worried, sad or confused about ....

Studies and Exams

Personal Relationships

Career Concerns

Peer Pressure

Seek Support of Counsellors

National Toll-free Counselling Tele-Helpline
8am to 8pm
All days of the week

MANODARPAN

Psychosocial Support for Mental Health & Well-being of Students during the COVID-19 Outbreak and beyond
(An initiative by Ministry of Education, Government of India, as part of Atma Nirbhar Bharat Abhiyan)

www.https://manodarpan.education.gov.in

© NCERT
not to be republished